চলমান তাপদাহে ফসল রক্ষায় করণীয়

ধান ফসলে করণীয়

তাপ প্রবাহ থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য জমিতে সর্বদা ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন। এ সময় জমিতে যেন পানির ঘাটতি না হয়। এ অবস্থায় শীষ ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রিভেনটিভ হিসেবে বিকাল বেলা ট্রুপার ৮ গ্রাম/১০ লিটার পানি অথবা নেটিভো ৬ গ্রাম/১০ লিটার পানি ৫ শতাংশ জমিতে ৫ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করতে হবে। ধানে বিএলবি ও বিএলএস রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট, ৬০ গ্রাম পটাশ ও ২০ গ্রাম জিংক ১০ লিটার পানিতে সমভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

সবজি ফসলে করনীয়

ফল জাতীয় সবজি যেমন: বেগুন, মরিচ, করলা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, পটল, শসা এবং ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির জমিতে ৩-৪ দিন অন্তর এবং পাতা জাতীয় সবজি যেমন: ডাটা, লালশাক, পুইশাক, কলমী, সবুজ শাক ইত্যাদি সবজির জমিতে ২-৩ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধরে রাখার জন্য সেচের পর গাছের গোড়ায় মালচিং করা জরুরী। জৈব সারের পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, সেজন্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছে পুষ্টি কম থাকলে গাছের প্রয়োজন মত সংশ্লিষ্ট পুষ্টি উপাদান (ইউরিয়া, এমওপি, বোরন, জিংক) মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর সেচ দিতে হবে। রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োজন অনুযায়ী ৭-১০ দিন বিরতিতে স্প্রে অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য, যেসব সবজিতে সকালে ফুল ফুটে সেগুলোতে বিকেলে এবং যেসব সবজিতে বিকেলে ফুল ফুটে সেগুলোতে সকালে স্প্রে করতে হবে।

ফল বাগানে করণীয়

মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, ফলন্ত আম,জাম ও কাঁঠাল গাছে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধরে রাখার জন্য সেচের পর গাছের গোড়ায় মালচিং করা প্রয়োজন। তাপদাহ কমলেও ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর সেচ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, এতে ফল করে পড়া কমবে ও ফলন বৃদ্ধি পাবে। ফল ধারণের পর সার প্রয়োগ না করা হয়ে থাকলে, ফল ঝরা রোধে একটি ৫-৭ বছর বয়সী গাছে ১৫০-১৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫-১০০ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়া থেকে ১ মিটার দূর থেকে শুরু করে আরও ১.০-১.৫ মিটার জায়গায় হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে যেন সার মাটির উপর ভেসে না থাকে। সার প্রয়োগের পর অবশ্যই হালকা সেচ দিতে হবে।

পাট ফসলে করণীয়

প্রচন্ড তাপদাহে খরা দেখা দিলে পাটগাছ শুকিয়ে বিবর্ণ ও পাতা কুঁচকে যেতে পারে। এজন্য জমিতে হালকাভাবে সেচ দেয়া প্রয়োজন। অনেকে তপ্ত রোদে পাটের জমিতে সেচ দিচ্ছেন। এতে ভাল হওয়ার বদলে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। সন্ধ্যার পর জমিতে সেচ দিতে হবে। তাপদাহে পাট গাছে পোকার

উপদ্রব বেড়ে যাবে। ফলে পাটের কচি পাতা কুঁকড়ে যাবে। এর মধ্যে পাটে লেদা ও চেলে পোকার সংক্রমণ, পাতা ঝরা ও পাতায় ফোসকা পরা অন্যতম কারণ। তবে পরিমাণ মতো কীটনাশক ও সেচ দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে প্রয়োগকৃত সার পাটগাছ ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সেচের পর জৌ অবস্থা বুঝে নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। এতে জমিতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রস জমা থাকে এবং পাট গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। সময়ে পাটের কাটুই পোকা ও লেদা পোকার আক্রমন বেড়ে যায়। পোকা দমনে "সেতারা" নামক কীটনামক স্প্রে করা যেতে পারে।

তিল ফসলে করণীয়

তিল ফসল খরা সহনশীল হলেও ফুল আসার সময় জমিতে রসের অভাব হলে (সাধারণত বীজ বোনার ২৫-৩০ দিন পর) ফুল আসার পূর্বে এক বার সেচের প্রয়োজন হয়। জমিতে রস না থাকলে ৫৫-৬০ দিন পর ফল ধরার সময় আর একবার সেচ দিতে হবে। তিলের পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন বেড়ে যায়। এ পোকা দমনে থিয়ন গ্রুপের যেকোন কীটনাশক ২ মি.লি/ ১ লি.পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রচন্ড এই খরায় তিলের ক্ষুদে পাতা রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে। এ রোগ দমনে মিপসিন ১ গ্রা./১ লি. পানিতে মিশিয়ে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

প্রচারেঃ উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী ।

CamScanner

ধানের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধে জরুরী সতর্কতা

দেশের অধিকাংশ এলাকায় ধানের ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ইতোমধ্যেই সংবেদনশীল জাত সমূহে পাতা ব্লাস্ট রোগও দেখা দিয়েছে। তাই ধানকে ব্লাস্ট রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য আগাম ব্যবস্থা নিতে হবে। সেটি হলো- জমিতে পাতা ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ ট্রুপার/দিফা/জিল প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৮ গ্রাম অথবা স্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ নাটিভো প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬ গ্রাম ভাল ভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

ধানের ব্লাস্ট রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত ক্ষতিকারক রোগ। বোরো ও আমন মওসুমে সাধারণত ব্লাস্ট রোগ হয়ে থাকে। অনুকূল আবহাওয়ায় রোগ প্রবন জাতে এ রোগের আক্রমণে ফলন শতভাগ পর্যন্ত কম হতে পারে। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যে কোন সময় রোগটি দেখা দিতে পারে। এটি ধানের পাতা, গিঁট এবং নেক বা শীষে আক্রমণ করে থাকে। সে অনুযায়ী এ রোগটি পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও নেক ব্লাস্ট নামে পরিচিত। আমন মৌসুমে সকল সুগন্ধি জাতে এবং বোরো মওসুমে ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-৫০, ব্রি ধান-৬৩, ব্রি ধান-৮১, ব্রি ধান-৮৪, ব্রি ধান-৮৮ সহ সকল সরু আগাম ও সুগন্ধি জাতে শীষ ব্লাস্ট রোগ বেশি হয়ে থাকে। শুধু মাত্র এই একটি রোগের কারণেই ধানের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তবে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নিলে এ রোগের আক্রমণ থেকে ধানকে রক্ষা করা সম্ভব।

ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ

পাতা ব্লাস্ট-আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ছোট ছোট কালচে বাদামী দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে দাগগুলো বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামী রং ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। একাধিক দাগ মিশে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো পাতাটি শুকিয়ে মারা যেতে পারে।

গিঁট ব্লাস্ট- গিঁট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙ্গে যেতে পারে তবে একদম আলাদা হয়ে যায় না।

নেক বা শীষ ব্লাস্ট- শিশির বা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির কারণে ধানের ডিগ পাতা ও শীষের গোড়ার সংযুক্ত স্থানে পানি জমে। ফলে উক্ত স্থানে ব্লাস্ট রোগের জীবাণু (স্পোর) আক্রান্ত করে কালচে বাদামী দাগ তৈরি করে। পরবর্তীতে আক্রান্ত শীষের গোড়া পচে যাওয়ায় গাছের খাবার শীষে যেতে পারে না, ফলে শীষ শুকিয়ে দানা চিটা হয়ে যায়। দেরিতে আক্রান্ত শীষ ভেঙ্গে যেতে পারে। শীষের গোড়া ছাড়াও শীষের অন্য যে কোন স্থানেও এ রোগের জীবাণু আক্রমণ করতে পারে।

ব্লাস্ট রোগ দমনে করণীয়:

- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। শুকনো জমিতে ব্লাস্ট রোগ বেশি দেখা যায়।
- পাতা ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে জমিতে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সারের প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
- পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় শীষ ব্লাস্ট রোগের অনুরূপ ছত্রাকনাশক শেষ বিকেলে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করে সফলভাবে দমন করা সম্ভব।
- শীষ ব্লাস্ট রোগ হওয়ার পরে দমন করার সুযোগ থাকে না। তাই রোগের অনুকূল পরিবেশ যেমন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, দিনে গরম ও রাতে ঠান্ডা, শিশিরে ভেজা দীর্ঘ সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করলেই ধানের জমিতে রোগ হোক বা না হোক, থোড় ফেটে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ৫-৭ দিন পর আরেকবার প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে ৫৪ গ্রাম ট্রুপার, ৭৫ ডব্লিউপি/দিফা ৭৫ডব্লিউপি/জিল ৭৫ডব্লিউপি অথবা ৩৩ গ্রাম নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি অথবা ট্রাইসাইক্লাজল/স্ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৬৭ লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে। মনে রাখতে হবে শীষ ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য অবশ্যই রোগ হওয়ার আগেই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজবাড়ী।

তারিখ: ১৮ মার্চ ২০২৪

মুদ্রণ সংখ্যা: ১০,০০০ কপি

চলমান তাপদাহে ফসল রক্ষায় করণীয়

ধান ফসলে করণীয়

তাপ প্রবাহ থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য জমিতে সর্বদা ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন। এ সময় জমিতে যেন পানির ঘাটতি না হয়। এ অবস্থায় শীষ ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রিভেনটিভ হিসেবে বিকাল বেলা টুপার ৮ গ্রাম/১০ লিটার পানি অথবা নেটিভো ৬ গ্রাম/১০ লিটার পানি ৫ শতাংশ জমিতে ৫ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করতে হবে। ধানে বিএলবি ও বিএলএস রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট, ৬০ গ্রাম পটাশ ও ২০ গ্রাম জিংক ১০ লিটার পানিতে সমভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

সবজি ফসলে করনীয়

ফল জাতীয় সবজি যেমন: বেগুন, মরিচ, করলা, ঝিঙ্গা; চিচিঙ্গা, পটল, শসা এবং ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির জমিতে ৩-৪ দিন অন্তর এবং পাতা জাতীয় সবজি যেমন: ডাটা, লালশাক, পুইশাক, কলমী, সবুজ শাক ইত্যাদি সবজির জমিতে ২-৩ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধরে রাখার জন্য সেচের পর গাছের গোড়ায় মালচিং করা জরুরী। জৈব সারের পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, সেজন্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছে পুষ্টি কম থাকলে গাছের প্রয়োজন মত সংশ্লিষ্ট পুষ্টি উপাদান (ইউরিয়া, এমওপি, বোরন, জিংক) মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর সেচ দিতে হবে। রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োজন অনুযায়ী ৭-১০ দিন বিরতিতে স্প্রে অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য, যেসব সবজিতে সকালে ফুল ফুটে সেগুলোতে বিকেলে এবং যেসব সবজিতে বিকেলে ফুল ফুটে সেগুলোতে সকালে স্প্রে করতে হবে।

ফল বাগানে করণীয়

মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, ফলন্ত আম,জাম ও কাঁঠাল গাছে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধরে রাখার জন্য সেচের পর গাছের গোড়ায় মালচিং করা প্রয়োজন। তাপদাহ কমলেও ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর সেচ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, এতে ফল করে পড়া কমবে ও ফলন বৃদ্ধি পাবে। ফল ধারণের পর সার প্রয়োগ না করা হয়ে থাকলে, ফল ঝরা রোধে একটি ৫-৭ বছর বয়সী গাছে ১৫০-১৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫-১০০ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়া থেকে ১ মিটার দূর থেকে শুরু করে আরও ১.০-১.৫ মিটার জায়গায় হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে যেন সার মাটির উপর ভেসে না থাকে। সার প্রয়োগের পর অবশ্যই হালকা সেচ দিতে হবে।

পাট ফসলে করণীয়

প্রচন্ড তাপদাহে খরা দেখা দিলে পাটগাছ শুকিয়ে বিবর্ণ ও পাতা কুঁচকে যেতে পারে। এজন্য জমিতে হালকাভাবে সেচ দেয়া প্রয়োজন। অনেকে তপ্ত রোদে পাটের জমিতে সেচ দিচ্ছেন। এতে ভাল হওয়ার বদলে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। সন্ধ্যার পর জমিতে সেচ দিতে হবে। তাপদাহে পাট গাছে পোকার

উপদ্রব বেড়ে যাবে। ফলে পাটের কচি পাতা কুঁকড়ে যাবে। এর মধ্যে পাটে লেদা ও চেলে পোকার সংক্রমণ, পাতা ঝরা ও পাতায় ফোসকা পরা অন্যতম কারণ। তবে পরিমাণ মতো কীটনাশক ও সেচ দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে প্রয়োগকৃত সার পাটগাছ ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সেচের পর জৌ অবস্থা বুঝে নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। এতে জমিতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রস জমা থাকে এবং পাট গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। সময়ে পাটের কাটুই পোকা ও লেদা পোকার আক্রমন বেড়ে যায়। পোকা দমনে "সেতারা" নামক কীটনামক স্প্রে করা যেতে পারে।

তিল ফসলে করণীয়

তিল ফসল খরা সহনশীল হলেও ফুল আসার সময় জমিতে রসের অভাব হলে (সাধারণত বীজ বোনার ২৫-৩০ দিন পর) ফুল আসার পূর্বে এক বার সেচের প্রয়োজন হয়। জমিতে রস না থাকলে ৫৫-৬০ দিন পর ফল ধরার সময় আর একবার সেচ দিতে হবে। তিলের পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন বেড়ে যায়। এ পোকা দমনে থিয়ন গ্রুপের যেকোন কীটনাশক ২ মি.লি/ ১ লি.পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রচন্ড এই খরায় তিলের ক্ষুদে পাতা রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে। এ রোগ দমনে মিপসিন ১ গ্রা./১ লি. পানিতে মিশিয়ে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

প্রচারেঃ উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।

CamScanner